৩) চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব আলোচনা করো। [10]

> খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত চালুক্য বংশ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাতাপি বা বাদামি ছিল চালুক্যদের রাজধানী। বাতাপির চালুক্য নামেও এরা পরিচিত ছিল। চালুক্যদের আরও দুটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বেঙ্গি অপরটি কল্যাণী। রাজধানীর নামানুসারে এই দুটি শাখা বেঙ্গির চালুক্য এবং কল্যাণীর চালুক্য নামে অভিহিত হয়। চালুক্য শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি ছিলেন বাতাপি রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী।

চালুক্য রাজ কীর্তিবর্মনের মৃত্যুর পর একাধিক সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে দ্বিতীয় পুলকেশী ভ্রাতা মঙ্গলেশকে-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাকে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসনে বসেন। খুব অল্পকালের মধ্যেই তিনি চালুক্যদের শ্রেষ্ঠ নরপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর সভাকবি রবি কির্তী রচিত আইহোল প্রশস্তি থেকে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানা যায়। সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি দক্ষিণে মহীশূরের গঙ্গ রাজ্য, মালাবারের অলুপ রাজ্য জয় করেন। এছাড়াও তিনি কঙ্কন রাজ্যটি জয় করে আরও উত্তর দিকে এগিয়ে মালব ও গুজরাটের রাজন্যবর্গকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাতে বাধ্য করেন। গুজরাটের ভূমিপট্টলি তাম্র পাত্র থেকে জানা যায় গুজরাটের বলভি রাজ্যকে পরাজিত করে তাঁর আধিপত্যে নেন।

গুজরাট জয় ছিল দ্বিতীয় পুলকেশীর জীবনে এক বৃহত্তম ঘটনা। কারণ এরফলেই উত্তর ভারতের রাজা হর্ষবর্ধনের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। হর্ষবর্ধন গুজরাট, মালব ও রাজপুতানা অঞ্চলে আক্রমণের উদ্যোগ নিলে, এইসব অঞ্চলের শাসকরা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এরপর নর্মদা নদীর তীরে হর্ষ ও দ্বিতীয় পুলকেশীর মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হয়। এই যুদ্ধে হর্ষবর্ধন পরাজিত হয়। দ্বিতীয় পুলকেশী পরমেশ্বর উপাধি নেন। এরপর হর্ষবর্ধনের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত জয়ের সম্ভাবনা অপূর্ণ থেকে যায়।

দ্বিতীয় পুলকেশী দক্ষিণ ভারতের পূর্বদিকে এবং সুদূর দক্ষিণে তাঁর আধিপত্য বিস্তার ঘটান। কৃষ্ণা ও গোদাবরী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের লক্ষ্য। দ্বিতীয় পুলকেশী এই অঞ্চল জয় করে তুঙ্গভদ্রা নদী পার হয়ে আরও সুদূর দক্ষিণে প্রবেশ করেন। এইসময়ে এই অঞ্চলের আধিপত্য ছিল পল্লব শাসকদের হাতে। এখানেই শুরু হয় চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের লক্ষ্যই ছিল চালুক্য শক্তিকে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে প্রতি করা। চালুক্য রাজ দ্বিতীয় 'পুলকেশী 'পল্লব রাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মনকে পরাজিত করে কাঞ্চিতে প্রবেশ করেন। তিনি এখানেই থেমে থাকেননি আরও

দক্ষিণে গিয়ে চোলশক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। এরফলে পল্লব শক্তি চারিদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে পড়ে। এইভাবে তিনি দক্ষিণে বিজয় সম্পূর্ণ করে রাজধানী বাতাপিতে ফিরে আসেন।

আইহোল লিপির স্বাক্ষরের সঙ্গে মহেন্দ্রবর্মনের কককাক্কুর পাঠের দেওয়া তথ্যের বহু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। আইহোল লিপিতে মহেন্দ্রবর্মনের নাম উল্লেখ করা নেই। কেবলমাত্র পল্লব অধিপতির কথা বর্ণনা করা আছে। অনেকে মনে করেন এটি প্রথম নরসিংহ বর্মনও হতে পারেন। কারণ এই তাম্রপত্রে বলা আছে পাল্লালুরের যুদ্ধে মহেন্দ্রবর্মন তাঁর প্রধান শত্রুদের ধ্বংস করেন। এক্ষেত্রে এখানে একাধিক শক্তির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, পাল্লালুরের যুদ্ধে মহেন্দ্রবর্মনের প্রতিপক্ষ হিসাবে হয়তো দ্বিতীয় পুলকেশি ছিলেন না।

চালুক্য-পল্লবদের দ্বন্দ্ব মহেন্দ্রবর্মনের পরে আরও তীব্র হয় বলে আইহোল প্রশস্তিতে উল্লেখ করা আছে। প্রথম নরসিংহ বর্মনের রাজত্বের গোড়ার দিকে দ্বিতীয় পুলকেশি পরাজিত হন। এরপর দ্বিতীয় পুলকেশি পুনরায় পল্লব রাজ্য আক্রমন করলে নরসিংহ বর্মন তাঁকে পরাজিত করে ভুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে বাধ্য করে। নরসিংহ বর্মন পুলকেশির পিছু নিয়ে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে কোরিয়ালের যুদ্ধে পুনরায় দ্বিতীয় পুলকেশিকে পরাজিত করেন। এরপর পল্লব সেনারা বাতাপিতে প্রবেশ করে। বাতাপি নগর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নরসিংহ বর্মন বাতাপিতে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন এবং লিপি খোদাই করেন। মনে করা হয় ৬৪২-এর এই যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশি প্রাণ হারান।

দ্বিতীয় পুলকেশি শুধুমাত্র একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকরূপে তাঁকে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর ক্ষমতাবলে উত্তর থেকে দক্ষিণে চালুক্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বল্লভ, পৃথিবী বল্লভ, পরমেশ্বর, ভাগবত প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন। তিনি পারস্য সম্রাট খসরু শাহের কাছে দূত পাঠান। তাঁর দরবারে চীনা পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাং পরিভ্রমন করেন এবং তাঁর শাসনব্যবস্থায় ভূয়সী প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় পুলকেশি বিভিন্ন জনহিতকর কাজও করেন। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য হর্ষের উত্তরাপথনাথের মতো দ্বিতীয় পুলকেশিকে দক্ষিণা পথনাথ বলে বর্ণনা করা হয়।